উপস্থিত ঃ

বিচারপতি জনাব মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ

দেওয়ানী রিভিশন নং- ২০৫৯/ ২০১৩

মোঃ মোরশেদুল ইসলাম এবং অন্যান্য
বিবাদীগন-আপীল্যান্টগন-আবেদনকারীগন

-বনাম-

খাজা মোঃ খায়রুল আলম চৌধুরী এবং অন্যান্য
বাদীগন-রেসপনডেন্টগন-প্রতিপক্ষগন

কেহ হাজির নাই
আবেদনকারী গনের পক্ষে

জনাব মোঃ শহিদ উল্লাহ,এডভোকেট
প্রতিপক্ষগনের পক্ষে

রায় প্রদানের তারিখঃ ১৭.৫.২০২৩

বিবাদী আবেদনকারীগনের আবেদনে এই রুলটি বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ৩য় আদালত, রংপুর ২০১২ সালের ৬নং অন্য আপীলে ২৮.২.২০১৩ তারিখের প্রদত্ত রায় ও ডিক্রী যৎ দ্বারা আপীলটি খারিজ করিয়া দেন এবং রংপুর জেলার গংগাচড়ার বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ কর্তৃক ২০০৮ সালের ১০৩ নং অন্য প্রকার মোকদ্দমায় ৩০.১১.২০১১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি affirm করেন তাহা কেন রদ রহিত করা হবে না এবং এই আদালত যেরুপ যথাযথ মনে করেন সেরুপ পরবর্তী আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রদান করিবেন না মর্মে প্রতিপক্ষগনের উপর জারী করেন।

বাদী আরজির তফসিল বর্ণিত ভূমি হইতে বিবাদীগনের বেআইনী দখলের যাবতীয় চিহ্নাদি অপসারনপূর্বক খাস দখলের ডিক্রি প্রার্থনায় অত্র মোকদ্দমা আনায়ন করিয়াছেন।

বাদী/ প্রতিপক্ষগনের পক্ষে মূল মোকদ্দমার আরজীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নালিশী জোতের সি,এস রেকর্ডীয় মালিক ছিলেন খাজা মোহাম্মদ ফছিউল আলম চৌধুরী গং। সি, এস প্রজাগন নালিশী জোতের জমি সহ বিনা নালিশী জমি ভোগদখল করাবস্থায় খাজা মোহাম্মদ ফছিউল আলম চৌধুরী এক স্ত্রী খয়রুন্নেছা বেওয়া, দুই পুত্র খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী ও খাজা মোহাম্মদ নুরুল আলম চৌধুরী এবং দুই কন্যা যথাক্রমে

আক্তার বানু ও ছালেহা খাতুনকে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিলে ওয়ারিশগন মুসলিম আইনের বিধান মোতাবেক ত্যাক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া এজমালিতে ভোগদখল করিতে থাকেন। নালিশী জোতের ১.৫৩ একর জমির মধ্যে বিনা নালিশী ৩৫৪৩ নং দাগের ১.১৩ একর জমিতে খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী এবং খাজা মোহাম্মদ নূরুল আলম চৌধুরীর বসতবাড়ি থাকায় নালিশী জোতের জমি সমূহ এজমালে ভোগদখলে অসুবিধা হওয়ায় গত ১২.০৫.১৯৪৫ ইং তারিখে পক্ষগণের মধ্যে এগ্রিমেন্ট তথা আপোষ বাটোয়ারা দলিল হয়। উক্ত দলিল মোতাবেক ৩৫৪৩ নং দাগের ১.১৩ একর জমি খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী ও খাজা মোহাম্মদ নূরুল আলম চৌধুরী বরাবর পরিত্যাগ করেন এবং নালিশী জোতের ৩৫৪১, ৩৫৪২, ৩৫৪৬ ও ৩৫৬১ নং দাগের ৪০ শতক জমি খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী গং এবং আবদুল জাহের গং তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব অংশে ভোগ দখলীকার থাকেন। অত:পর খাজা মোহাম্মদ নূরুল আলম চৌধুরী অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেলে তাহার ত্যাক্ত অংশ মাতা খয়রুন্নেছা, ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী ও দুই ভগ্নী আক্তার বানু ও ছালেহা খাতুন প্রাপ্ত হন। এস, এ রেকর্ডে সঠিকভাবে সকল ওয়ারিশের নাম রেকর্ডভুক্ত হইলেও আইন বর্হিভূত ভাবে মালিকগনের নামের বিপরীতে ভ্রমাত্বক ভাবে অংশ দেখানো হয়। উক্ত এস, এ রেকর্ডে ভ্রমাত্বক ভাবে অংশ দেখানো হইলেও নালিশী জোতের সকল অংশীদার তাহাদের স্ব স্ব অংশের প্রাপ্ত জমিতে ভোগদখলীকার থাকেন। খয়রুন্নেছা মারা গেলে এক পুত্র খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী ও দুই কন্যা যথাক্রমে আক্তার বানু ও ছালেহা খাতুন ওয়ারিশ থাকেন এবং তাহারা মৃতের ত্যাক্ত অংশ প্রাপ্ত হইয়া এজমালিতে ভোগদখলকার থাকেন । তৎপর ওয়ারিশদের মধ্যে আপোষ বাটোয়ারা হয় এবং আক্তার বানু ও ছালেহা খাতুন তাহাদের অংশ ভ্রাতা খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী বরাবর পরিত্যাগ করেন এবং তদবিনিময়ে অন্য জোতের জমি গ্রহণ করেন। উক্তরুপ ভাবে নালিশী জোতের জমি মধ্যে খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী ১.৩৩ একর এবং আবদুল জাহের গং .২০ একর জমিতে ভোগদখলকার

থাকাবস্থায় খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী ৩৫৪৩ নং দাগের ১.১৩ একর জমিতে এককভাবে বসতবাড়ি সম্প্রসারনে ভোগদখলীকার থাকেন এবং বক্রি চারটি দাগের মধ্যে ৩৫৪১ নং দাগের .১০ একর, ৩৫৪৩ নং দাগের .০৫ একর এবং নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের .০৫ একর জমি খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী আপোষ বাটোয়ারা সূত্রে ভোগদখলীকার থাকেন। আবার, ৩৫৬১ নং দাগের .২০ একর জমিতে আবদুল জাহের গং ভোগদখলীকার থাকাবস্থায় রংপুর কেরামতিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য জমি হুকুম দখলের প্রয়োজন হওয়ায় খাজা আবদুল জাহের গং এর স্বত্ব দখলীয় ৩৫৬১ নং দাগের .২০ একর জমি হুকুম দখল হয় এবং উক্ত হুকুম দখলকৃত জমির ক্ষতিপুরনের টাকা খাজা আবদুল জাহের গং উত্তোলন করিয়া নালিশী জোত হইতে চিরতরে নিঃস্বত্ববান হন । তদুপরি খাজা আবদুল জাহের গং নালিশী জোতে তাহাদের আট আনা অংশের মিথ্যা দাবীতে বিজ্ঞ সাব জজ আদালতে অন্য ১২/৫৮ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং নিশ্চিত পরাজয়ের সম্ভবনায় উক্ত মোকদ্দমাটি বিগত ১৪-০৬-১৯৬০ ইং তারিখে প্রত্যাহার করিয়া লন। তৎপর দুরভিসন্ধির আশ্রয়ে পুনরায় সাব জজ আদালতে অন্য ৪১/৬১ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত ১২-০২-১৯৬৪ ইং তারিখের আদেশমূলে উক্ত মোকদ্দমার আরজী ফেরত প্রদান করেন। উক্তরুপ ভাবে বাদীগণের মৌরশ খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী নালিশী দাগের জমি সহ বিনা নালিশী দাগের জমি বাবদ নিজ নাম জারী করিয়া ভোগদখলকার থাকাবস্থায় মৃত্যুবরন করিলে তিন পুত্র ১-৩ নং বাদী, তিন কন্যা যথাক্রমে ৪-৬ নং বাদী এবং এক স্ত্রী ৭নং বাদী ওয়ারিশ থাকেন এবং তাহারা মৃতের ত্যাক্ত নালিশী ও বিনা নালিশী জমি মুসলিম আইনের বিধান মোতাবেক প্রাপ্ত হইয়া ভোগদখলীকার থাকেন । তৎপর আবদুল জাহের গং বাদীদের মৌরশ খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরীর নাম খারিজ বাতিলের জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) রংপুর বরাবর মিছ ১৫/২০০৩-২০০৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন, যাহা দো-তরফা শুনানী অন্তে বিগত ০৯-০২-২০০৪ ইং তারিখে খারিজ হইয়া যায় । তৎপর খাজা আবদুল জাহের গং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) বরাবরে মিস আপীল

২০/২০০৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করিলে তাহাও দো-তরফা শুনানী অন্তে না-মঞ্জুর হয়। বর্তমান মাঠ জরিপ আমলে নালিশী দাগ ও বিনা নালিশী দাগের জমি সহ বাদীগণের মৌরশ খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরীর নামে প্রস্তত হইয়াছে এবং তসদিক পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে । উক্ত মাঠ রেকর্ডের বিরুদ্ধে আবদুল জাহের গং আপত্তি কেস দায়ের করিলে তাহা না-মঞ্জুর হইয়া বাদীগণের মৌরশের নাম বহাল থাকে । আবদুল জাহের গং কোন দিক দিয়া কুল না পাইয়া অন্যায় লোভের বশবর্তী হইয়া নালিশী জোতের জমি বাবদ রংপুর যুগ্ম জেলা জজ-১ আদালতে বাটোয়ারার দাবীতে অন্য ০৫/২০০৩ নম্বর মোকদ্দমা দায়ের করেন, যাহা গত ১৬-৪-২০০৭ ইং তারিখে দো-তরফা শুনানী অন্তে খারিজ হয় । উক্ত রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আবদুল জাহের গং কোন আপীল মোকদ্দমা দায়ের করেন নাই বা উচ্চ আদালতের আশ্রয় গ্রহন করেন নাই । এমতাবস্থায়, নালিশী জোতের জমিতে অত্র বাদীগনের মৌরশ খাজা মোহাম্মদ সামছুল আলম চৌধুরী এবং তদঅভাবে অত্র বাদীগনের নিরংকুশ স্বত্ব দখলের সৃষ্টি হইয়াছে। বিনা নালিশী ৩৫৪১, ৩৫৪২, ৩৫৪৩ নং দাগের জমি পাশাপাশি তথা সংলগ্ন হওয়ায় উক্ত জমিতে বাদীগণের পৃথক পৃথক বসতবাড়ি থাকায় তাহারা বাউন্ডারী ওয়াল দ্বারা ঘেরা দিয়া ভোগদখলে আছেন এবং নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের জমি বাড়ি হইতে কিছুটা দূরে হওয়ায় বাদীগন উক্ত জমি বাশেঁর ঘেরা বেড়া দিয়া ভোগদখলে আছেন। নালিশী দাগের সংলগ্ন ৩৫৪৭ নং দাগের জমিতে বিবাদীদের বসতবাড়ি অবস্থিত। গত ১২-০১-২০০৭ ইং তারিখে ১ নং বাদীর কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানের দিনে সকাল অনুমান ১০ টার সময় বিবাদীরা কতিপয় ভাড়াটিয়া গুনডাপান্ডা লইয়া নালিশী দাগের জমিতে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করিয়া নালিশী দাগের জমিতে দুইটি পুরাতন টিনের চালাঘর উঠাইতে থাকে। ১-৩ নং বাদীগন নালিশী জমিতে গিয়া বাধা প্রদান করিলে বিবাদীরা মারমুখী হইয়া উঠে । পরবর্তীতে বাদীগন ১৯-০১-২০০৭ইং তারিখ স্থানীয়ভাবে আশেপাশের লোকজন লইয়া সালিশ বৈঠক করেন । উক্ত সালিশে বিবাদীগন শীঘ্রই চালাঘর দুইটি অপসারন করিয়া লইয়া যাইবে মর্মে আশ্বাস দেয় । কিন্তু পরবর্তীতে বিবাদীগন আজকাল করিয়া টালবাহানা করিতে থাকে । বাদীপক্ষ

সর্বশেষ ৩০-১২-২০০৭ ইং তারিখে বিবাদীগনকে চালাঘর দুইটি অপসারণ করিয়া নালিশী জমি খোলাশা পূর্বক দখল পরিত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করিলে বিবাদীগন আইন আদালতের মাধ্যম ব্যতিরেকে উক্ত চালাঘর সরাইয়া লইতে অস্বীকার করায় বাদীগন বাধ্য হইয়া বিবাদীদের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন।

অপরদিকে, ১-৩ নং বিবাদী/আপীলকারীগন পক্ষে মূল মোকদ্দমার লিখিত জবাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, বিবাদীদের নানা খেতাব উদ্দিন নালিশী এলাকায় বাড়ি ঘর করিবার জন্য ৩৫৪৭ নং দাগের ১২ শতক জমি জোতদার জহির উদ্দিন আহম্মদের নিকট হইতে পত্তন লন । ৩৫৪৭ নং দাগের ১২ শতক এবং ৩৫৪৬ নং দাগের নালিশী ০৫ শতক জমি পাশাপাশি এবং সংযুক্ত দাগের জমি হওয়ার বিবাদীগনের মৌরশ ৩৫৪৭ নং দাগের জমি সহ নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের ০৫ শতক জমি নিজ দখলে নেন । অতঃপর বিবাদীগনের মৌরশ খেতাব উদ্দিন উক্ত ১৭ শতক জমিতে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন এবং ১৭ শতক জমি সীমানা চিহ্নিত করিয়া বাঁশের বেড়া ঘিরিয়া লন। ৩৫৪৭ নং দাগের সহিত নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের জমিতে বাড়ি ঘর করিবার সময় হইতেই বাদীগনের মৌরশ সে বিষয়ে অবগত ছিলেন । খেতাব উদ্দিন ৩৫৪৭ নং দাগের ১২ শতকের সহিত নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের ০৫ শতক জমি নিজ জবর দখলে রাখিলেও দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত বাদীগনের মৌরশ বা বাদীগন কোন বাধা প্রদান করেন নাই বা আইন আদলতে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করেন নাই । খেতাব উদ্দিন স্বয়ং দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের জমি জবর দখলে রাখিয়া এস, এ রেকর্ডের পরে মারা গেলে তিন পুত্র ও দুই কন্যা ওয়ারিশ থাকেন এবং তাহারা নালিশী ৩৫৪৭ নং দাগের সহিত নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের ০৫ শতক জমিতে জবর দখলকারী হিসাবে ভোগ দখলকার থাকেন। খেতাব উদ্দিনের পুত্র হেলাল উদ্দিন মারা গেলে দুই পুত্র, তিন কন্যা এবং এক স্ত্রী ওয়ারিশ থাকেন । উক্ত ওয়ারিশগন নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের ০৫ শতক জমি সহ ৩৫৪৭ নং দাগের বাড়িতে খেতাব উদ্দিনের অপরাপর ওয়ারিশদের সহিত এজমালিতে দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল হইতে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

খেতাব উদ্দিনের ওয়ারিশ রানী বেগম মৃত্যুবরন করিলে দুই পুত্র ও তিন কন্যা ওয়ারিশ থাকেন এবং খেতাব উদ্দিনের ওয়ারিশ হেলাল উদ্দিন মৃত্যুবরন করিলে দুই পুত্র ও তিন কন্যা এবং খেতাব উদ্দিনের অপর ওয়ারিশ মোছাঃ শিল্পি বেগম গন নালিশী জোতের আবশ্যকীয় পক্ষ হইলেও তাহাদেরকে অত্র মোকদ্দমায় পক্ষভুক্ত করা হয়নি । বিবাদীগন আদৌ নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের ০৫ শতক জমি হইতে ১২-০১-২০০৭ ইং তারিখে বাদীপক্ষকে বেদখল করিয়া তাহাতে টিনের চালাঘর উঠান নাই । বিবাদীগনের মৌরশ খেতাব উদ্দিন ৩৫৪৭ নং দাগের পাশ্ববর্তী নালিশী ৩৫৪৬ নং দাগের ০৫ শতক জমি সহ মোট ১৭ শতক জমিতে বাড়ি ঘর নির্মান করিয়া দ্বাদশ বৎসরের উর্দ্ধকাল যাবত বসবাসের মাধ্যমে ভোগদখলে থাকায় নালিশী ভূমিতে বিবাদীগনের স্বত্বের উদ্ভব হইয়াছে । সেকারনে বাদীপক্ষ কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে । বিধায় মোকদ্দমাটি খরচা সহ ডিসমিস হইবে।

বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ, গঙ্গাচড়া, রংপুর উভয়পক্ষের শুনানীঅন্তে এবং তাদের মামলার প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা করিয়া বিবাদীদের বিরুদ্ধে ৩০.১১.২০১১ তারিখে অন্য শ্রেনীর মামলা নং- ১০৩/২০০৮ মোকদ্দমাটিতে রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন।

বিবাদীগন উক্ত রায় ও ডিক্রিতে সংক্ষুব্ধ হইয়া আপীল্যান্ট হিসাবে বিজ্ঞ জেলা জজ, রংপুর এর নিকট অন্য আপীল নং ৬/২০১২ দায়ের করেন। আপীলটি বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ৩য় আদালত, রংপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং উক্ত আদালত তাহার ২৮.২.২০১৩ইং তারিখের প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি যৎ দ্বারা রংপুর জেলার গংগাচড়ার বিজ্ঞ সহকারী জজ কর্তৃক ২০০৮ সালের ১০৩ নং অন্য শ্রেনীর মোকদ্দমায় ৩০.১১.২০১১ইং তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি affirm করিয়া আপীল খারিজ করেন যাহাতে বিবাদীপক্ষ সংক্ষুব্ধ হয়ে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ১১৫(১) ধারায় অত্র কোর্টে এই রিভিশন দায়ের করে অত্র রুল প্রাপ্ত হন।

বিবাদী-আপীল্যান্ট পক্ষে কেহ হাজির হন নাই।

বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ শহিদ উল্লাহ, বাদী-প্রতিপক্ষগনের পক্ষে এই মর্মে নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ নিম্ন ও আপীল আদালত স্বাক্ষীর সাক্ষ্য ও প্রদর্শনী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঠিক অনুধাবনে রায় ও ডিক্রি প্রদান করেছে যা হস্তক্ষেপযোগ্য নয়।

রেকর্ড পর্যালোচনা দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ প্রমান করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, বাদীগন নালিশী তফসিল বর্ণিত ভূমির মালিক এবং বিবাদীরা ১২-০১-২০০৭ইং তারিখে বেআইনি ও অবৈধভাবে বাদী পক্ষের স্বত্ব দখলীয় নালিশী ০৫ শতক জমিতে দুইটি চালা ঘর নির্মান করিয়াছেন এবং এই তারিখের পূর্ব পর্যন্ত নালিশী জমিতে বাদীপক্ষের নিরংকুশ দখল বিদ্যমান ছিল। মূল মোকদ্দমাটি তামাদি বা পক্ষদোষে বারিত নয়। বিবাদীগনও সাক্ষ্য বিবেচনায় কোন এ্রটি খুজিয়া পাইতে সমর্থ্য হন নাই। নিম্ন আদালত এবং আপীল আদালত মোকদ্দমাটিতে যথাযথ রায় প্রদান করেছেন। ফলে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ও আপীল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি রদ রহিতের কোন কারন নাই।

মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিবেচনায় এই রুলে কোন সারবস্তু পাওয়া গেল না।

ফলস্বরুপ, খরচের বিষয়ে কোন আদেশ প্রদান না করে রুলটি খারিজ করা হলো।

এমতাবস্থায়, রংপুরের বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ৩য় আদালত, ২০১২ সালের ৬নং অন্য আপীলে ২৮.২.২০১৩ তারিখের প্রদত্ত রায় ও ডিগ্রী যৎ দ্বারা আপীলটি খারিজ করিয়া দেন এবং রংপুর জেলার গংগাচড়ার বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ কর্তৃক ২০০৮ সালের ১০৩ নং অন্য প্রকার মোকদ্দমায় ৩০.১১.২০১১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও ডিক্রি affirm করেন তাহা বহাল রাখা হইল।

রায়ের কপিসহ নিম্ন আদালতের রেকর্ড অতি শীঘ্র সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করা হউক।

মনির-বিও